গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
স্কাইসোয়াম অনুবিভাগ
শাখা-১
www.plancomm.gov.bd

বিষয়: "উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন) (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম সদস্য (সিনিয়র সচিব), আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন
সভার তারিখ ও সময়	:	১২ জুন ২০২৩, বেলা ১২.০০টা
সভার স্থান	:	জুম প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

২.০। উপস্থাপনা:

২.১। সভাপতি জুম প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের স্কাইসোয়াম অনুবিভাগের যুগ্মপ্রধান পিইসি সভায় প্রকল্পের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানান যে, গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে "দারিদ্র্য ফাঁদ" হতে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপির অনুদানে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বিবেচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৮.৪০ কোটি টাকার মধ্যে জিওবি ৭৯.৭২ কোটি টাকা (৫৩.৭২%) এবং ইউএনডিপির অনুদান ৬৮.৬৮ কোটি টাকা (৪৬.২৮%)। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদ এপ্রিল ২০২৩ হতে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত (৩ বছর)।

২.২। যুগ্মপ্রধান জানান যে, প্রকল্পের বৈদেশিক অনুদানের বিষয়ে ইআরডির ২১ মার্চ ২০২৩ তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত রয়েছে। বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। সমীক্ষায় প্রকল্পের ওপর ইতিবাচক মতামত/সুপারিশ করা হয়েছে। এমটিবিএফ প্রত্যয়নপত্র অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান রয়েছে। পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প হিসেবে ১ম পর্যায়ের সমাপ্ত প্রকল্পের ওপর আইএমইডির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি। তবে উক্ত প্রকল্পের একটি পরিদর্শন প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ১ম পর্যায়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অবশিষ্ট জেলাসমূহে প্রকল্পের নতুন ফেইজ শুরু করার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির সুবিধার্থে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।

২.৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি প্রকল্পটি গ্রহণের প্রেক্ষাপট ও পটভূমি সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে জানান যে, প্রকল্পটির ওপর ইআরডিতে ২১ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রকল্প ব্যয় ১.৫৫০৮ মিলিয়ন ডলার এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অংশ ৫৩.৭২% অর্থাৎ ০.৮৩৩ মিলিয়ন ডলার (৭৯৭২.০০ লক্ষ টাকা) এবং ইউএনডিপির মাধ্যমে বৈদেশিক অনুদান অংশ ৪৬.২৮% অর্থাৎ ০.৭১৭৮ মিলিয়ন ডলার (৬৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা) নির্ধারণ করা হয়েছে। বৈদেশিক অনুদানের মধ্যে ইউএনডিপির নিজস্ব অনুদান ১১.৫৮% হিসেবে ০.১৭৯৬ মিলিয়ন ডলার (১৭১৬.০০ লক্ষ টাকা)। তাছাড়া, ইউএনডিপির মাধ্যমে ম্যারিকো বাংলাদেশ ২.০১% হিসেবে ০.৩১২ মিয়িয়ন ডলার (২৯৯.০০ লক্ষ টাকা) এবং সিডা প্রদান কবে ৩২.৭০% হিসেবে ০.৫০৭১ মিলিয়ন ডলার (৪৮৫৩.০০ লক্ষ টাকা)। ইউএনডিপির সাথে সিডার ৫০,০০০,০০০ SEK এর একটি আর্থিক চুক্তি

এবং ইউএনডিপিপির সাথে ম্যারিকো বাংলাদেশ এর ৩.৫০ কোটি টাকার একটি আর্থিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।

২.৪। স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি আরো জানান যে, গ্রামীণ হতদরিদ্র নারীদের আর্থি সুবিধা প্রদান এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা প্রধানের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপিরি অনুদানে দেশের ৫টি জেলার ২২৩টি ইউনিয়নের ১২,৪৯২ জন নারী উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ১ম পর্যায়ের প্রকল্পটি ৮৫৩.৪০ কোটি টাকা এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পটির বৈদেশিক সাহায্য অংশের সিংহভাগ Unfunded থাকায় বিগত জুন ২০২২ এ আইএমইডির সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পটি অসমাপ্ত অবস্থায় সমাপ্ত করা হয়। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় শতভাগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণার প্রতিবেদনসহ অন্যান্য তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৬ বিভাগের ১২টি জেলার ৩২টি উপজেলার ২৮৩টি ইউনিয়নের ১০,১৮৮ জন উপকারভোগীদের নিয়ে ২য় পর্যায়ের আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.০। আলোচনা:

৩.১। সভায় প্রকল্পটি অর্থায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি জানান, প্রকল্পটির অনুদান প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত। ডিপিপি অনুমোদনের পর ProDoc স্বাক্ষরের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ জন্য তিনি প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করেন। প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে ইআরডিতে ২১/০৩/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি-তে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং উপকারভোগীদের প্রস্তাবিত বয়সসীমা (১৮-৩৫ বছর) বৃদ্ধির বিষয়ে সুপারিশ কম হয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

৩.২। তিনি আরো জানান, ডিপিপিতে ডলারের পূর্বের রেইট দেয়া হয়েছে। ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার বর্তমান রেইট অনুযায়ী নির্ধারণ করে ডিপিপির ব্যয় প্রাক্কলন করে বর্ধিত অর্থ জিওবি খাতের সাথে সমন্বয় করা যায়। এক্ষেত্রে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ঠিক রেখে মুদ্রা বিনিময় ক্রয়ের কারণে যে পরিমাণ টাকা বৃদ্ধি পাবে, সেই পরিমাণ ব্যয় জিওবি খাত থেকে হ্রাস করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনার পর ডলারের বর্তমান রেইটে ডিপিপির ব্যয় নির্ধারণ করা, উপকারভোগীদের বয়সসীমা অন্ততঃ ৪৫ বছরে বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সভায় ঐকমত প্রকাশ করা হয়।

৩.৩। সভায় প্রকল্পের মেয়াদ, ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট, ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আইএমইডির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, অর্থ বিভাগের পদ/জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আইএমইডির প্রতিনিধি জানান, ১ম পর্যাযের সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন অনেক বিলম্বে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের দ্রুত অনুমোদনের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্ত মূল্যায়ন কার্যক্রম জুলাই ২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। জনবলের বিষয়ে জানানো হয় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। জনবলের কোন বেতন ভাতার সংশ্লেষ ডিপিপিতে থাকবে না। জনবলের প্রস্তাব অর্থবিভাগের জনবল কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপিতে কমিটির সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মেয়াদ সম্পর্কিত আলোচনার পর প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য হয়।

৩.৪। সভায় প্রকল্প এলাকা, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা, কার্যক্রম, পরামর্শক সেবা, অঙ্গভিত্তিক ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, প্রকল্পের যানবাহনের সংস্থান না থাকলে জ্বালানি ব্যয় রাখা যাবে না। পরামর্শক সেবার ব্যয় প্রায় ২১%, যা অত্যধিক মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, ১ম পর্যাযে অভিজ্ঞতার আলোকেই এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা যায়। তাই পরামর্শক ব্যয় যৌক্তিকভাবে হ্রাস করা সমীচীন। তাছাড়া, অন্যান্য যন্ত্রপাতি তালিকা প্রদান করার বিষয়ে তিনি অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের

যৌক্তিকতা, লক্ষ্যমাত্রা সুনির্দিষ্টকরণ, বেইজলাইন সার্ভে করে প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী উপকারভোগীদের মাঝে মোবাইল ফোন সরবরাহ, 'উপকারভোগীদের মাধ্যমে গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো মেরামত' অঙ্গের কার্যক্রমকে ১ম পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে আরো সমৃদ্ধ করা, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শকের ব্যয় যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ, প্রশাসনিক জনবল এবং পরামর্শকের বিবরণ পৃথকভাবে উল্লেখ করা এবং জ্বালানিসহ যানবাহন ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের বিষয়ে সভায় একমত প্রকাশ করা হয়।

৩.৫। অতঃপর ডিপিপির ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ডিপিপির সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে যথাযথভাবে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৪.০। সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়-

৪.১। বৈদেশিক অনুদান প্রদানের নিশ্চয়তা সম্পর্কিত সকল ডকুমেন্ট পুনর্গঠিত ডিপিপিতে প্রদান করতে হবে। সেইসাথে ProDoc স্বাক্ষরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে।

৪.২। ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার বর্তমান রেইট অনুযায়ী নির্ধারণ করে ডিপিপির ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে। ডলারের রেইট বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত অর্থ জিওবি খাতের সাথে সমন্বয় করতে হবে। অর্থাৎ প্রকল্পের মোট ব্যয় ঠিক রেখে যে পরিমাণ টাকা বৃদ্ধি পাবে, সেই পরিমাণ ব্যয় জিওবি খাত থেকে হ্রাস পাবে।

৪.৩। প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে মহিলাদের বয়সসীমা বৃদ্ধি করে ৪৫ বছর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪.৪। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে।

৪.৫। ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট এর কপি পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে। প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্ত মূল্যায়ন দ্রুত সম্পন্ন করে পুনর্গঠিত ডিপিপিতে প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪.৬। অর্থ বিভাগের পদ/জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশের আলোকে ডিপিপিতে জনবলের সংস্থান ও ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে।

৪.৭। ডিপিপিতে প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা প্রদান করতে হবে। ১ম পর্যায়ের সাথে প্রস্তাবিত ২য় পর্যায়ের প্রকল্প এলাকা তুলনামূলক উল্লেখ করে ম্যাটিক্স আকারে সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৮। প্রকল্পের লক্ষমাত্রা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। সেইসাথে ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পের টার্গেট অনুযায়ী অর্জন উল্লেখ করতে হবে।

৪.৯। উপকারভোগীদের মাঝে মোবাইল ফোন সরবরাহের ক্ষেত্রে বেইজলাইন সার্ভে করে প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী মোবাইল ফোন সরবরাহ করতে হবে।

৪.১০। প্রকল্পের আওতাধীন 'উপকারভোগীদের মাধ্যমে গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো মেরামত' অঙ্গের কার্যক্রমকে ১ম পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে আরো সমৃদ্ধ করার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। মাটির কাজের যন্ত্রপাতির তালিকা প্রদান করতে হবে।

৪.১১। পুনর্গঠিত ডিপিপিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক জনবল এবং পরামর্শকের বিবরণ পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে। জনবল ও পরামর্শকের পদের নাম, সংখ্যা, জনমাস, বিষয় ও একক ব্যয়ের উল্লেখসহ আলাদাভাবে ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে।

৪.১২। ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পের যানবাহন বিবেচ্য প্রকল্পে ব্যবহার করা হলে জ্বালানি ব্যয়সহ বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করতে হবে।

৪.১৩। ডিপিপির অন্যান্য সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি যথাযথভাবে সংশোধন করে যথাসময়ে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৫.০। আলোচনা শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Nasima
১৫/৬/২০২৬

(মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম)
সদস্য (সিনিয়র সচিব)
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
ও
সভাপতি, প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি।

পরিশিষ্ট 'ক'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
স্কাইসোয়াম অনুবিভাগ
শাখা-১

বিষয়: **"উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন) (২য় পর্যায়)"** শীর্ষক প্রকল্পের ওপর ১২/০৬/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য। (জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)

ক্র:নং	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর/ উপস্থিতি
১	২	৩	৪	৫
১.	মোঃ মাহবুবুল ইসলাম প্রধান	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন	০১৯১১০১০০৮৩ chief.sei@plancom.gov.bd	জুম প্লাটফর্ম
২.	জোবায়দা বেগম অতিরিক্ত সচিব	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		
৩.	মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম যুগ্মপ্রধান	স্কাইসোয়াম উইং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন	০১৭২৬২২৪৮০৪ aap8406@gmail.com	জুম প্লাটফর্ম
৪.	এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান যুগ্মসচিব,	স্থানীয় সরকার বিভাগ	০১৫৫২৪০০০২০ Planning l br@lgd.gov.bd	জুম প্লাটফর্ম
৫.	হাবিবুর রহমান যুগ্ম সচিব, ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক	স্থানীয় সরকার বিভাগ	০১৭১১৭০৫৯০৪ mebr@lgd.gov.bd	জুম প্লাটফর্ম
৬.	মাসুদুল হক যুগ্মসচিব (জাতিসংঘ উইং)	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০১৭৩২৪০৯০৭০ un.brl.@erd.gov.bd	জুম প্লাটফর্ম
৭.	মো: জাকির হোসেন উপসচিব	(বাজেট-১১ শাখা) অর্থবিভাগ	০১৭৯২৪২১০০৯ zakirh@finance.gov.bd	জুম প্লাটফর্ম
৮.	নাজমুল হুসেইন খান উপপরিচালক, সেক্টর-৩	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	০১৭১৫৬৫৫৫৯৬ nazmul.hussein@imed.gov.bd	জুম প্লাটফর্ম
৯.	মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন উপসচিব	স্কাইসোয়াম উইং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন	০১৭১১০৪৪৪৬৫ dc.sk.sei@plancomm.gov.bd jalalsherpur@gmail.com	জুম প্লাটফর্ম
১০.	সাদীয়া শাহ্নাজ খানম সিনিয়র সহকারী প্রধান	স্কাইসোয়াম উইং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন	০১৭৫০৬১৩৪৯৫ shadiaa34@gmail.com	জুম প্লাটফর্ম